চুয়াডাঙ্গার নবাগত জেলা প্রশাসকের সাথে আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের মতবিনিময়

চুয়াডাঙ্গার নবাগত জেলা প্রশাসকের সাথে আলমডাঙ্গা উপজেলার সকল দপ্তরের কর্মকর্তাদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকাল ৩টার সময় আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের হলরুমে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) আশিষ কুমার বসু।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গার নবাগত জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন।

প্রধান অতিথি বলেন, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন আমাদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জের নির্বাচন। আপনারা যারা দায়িত্ব পালন করবেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছি এই নির্বাচন অবশ্যই সুষ্ঠু, সুন্দর এবং জনগণের অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হতে হবে। এমন নির্বাচন হতে হবে, যা দেখে সবাই প্রশংসা করবে। বিশেষ করে অতীতে যারা সুষ্ঠু নির্বাচন করতে ব্যর্থ হয়েছেন তারাও, এবং আগামী ৫ বছর পর যেই ক্ষমতায় আসুক না কেন, তাদেরও ভাবতে হবে নির্বাচন সুষ্ঠু না হলে সাধারণ মানুষ আমাদের ছেড়ে দেবে না।

বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. শারমিন আক্তার, ওসি মাসুদুর রহমান পিপিএম, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা পলাশ কুমার, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মাহমুদুল হক, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আলাউদ্দিন আহমেদ, সোনালী ব্যাংকের ম্যানেজার আনিসুর রহমান, মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জিয়াউল হক, পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা সেলিম রেজা।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন খাদ্য কর্মকর্তা জিনাত জাহান, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মাকসুরা জান্নাত, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা প্রশান্ত কুমার, পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী নুরুজ্জামান, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বিল্লাল হোসেন,

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মাহবুব আলম খান,

আবাসিক প্রকৌশলী সাহিনুর রহমান, পল্লী উন্নয়ন ব্যাংকের ম্যানেজার আনোয়ার হোসেন, অ্যাকাউন্টস অফিসার শহিদুল ইসলাম, সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক ড. মাহবুবুর রহমান, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ইলিয়াস হোসেন, তথ্য কর্মকর্তা স্নিগ্ধা দাস, পৌরসভার নির্বাহী কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা মফিজুল ইসলাম, আলমডাঙ্গা উপজেলা মসজিদের ইমাম মাওলানা মাসুদ কামাল প্রমুখ।

এর আগে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন আলমডাঙ্গা উপজেলায় পৌঁছালে তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

মতবিনিময় সভা শেষে আলমডাঙ্গা ব্যামাগারের সভাপতি ইকবাল হোসেনের নেতৃত্বে জেলা প্রশাসককে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

খেলাধুলার বিকল্প কখনোই ডিজিটাল ডিভাইস হতে পারে না

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির বলেন, একটি সুস্থ জাতি গঠন করতে হলে একটি সুস্থ মনের দরকার, একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ দরকার এবং সেটা জন্য একটি সুস্থ দেহ দরকার। সুস্থ দেহের মধ্যেই সুস্থ মন বাস করে। বাংলাদেশে অনেক ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলা রয়েছে এর মধ্যে কাবাডি একটি উল্লেখযোগ্য খেলা।

এছাড়াও রয়েছে হাডুডু, গোল্লাছুট আমাদের এই গ্রামীণ খেলাগুলো



ঠিকমতো আর প্র্যাকটিস হচ্ছে না। এর কারণ হচ্ছে আমাদের ছেলেমেয়েরা, শিক্ষার্থীরা খেলার মাঠ বিমুখ হয়ে গেছে। তারা
মোবাইলের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।
আমি এটাকে বলছি ডিজিটাল ডিভাইস
দূষণ। এর কারণে আজকে
শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার দিকে
মনোযোগ নেই। এই মনোযোগ
আমাদের ফিরিয়ে আনতে হবে। খেলাধুলার বিকল্প কখনোই ডিজিটাল ডিভাইস হতে পারে না। ভার্চুয়াল জগত কখনোই বাস্তব জগতের বিকল্প হতে পারে না। তাদের সকলকে অ্যাকচুয়াল জগতে ফিরে আনতে হবে।

শনিবার সকাল ১০টায় মেহেরপুর জেলা স্টেডিয়ামে সদর উপজেলা গোল্ডকাপ ভলিবল ও কাবাডি প্রতিযোগিতার উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, ডিজিটাল ডিভাইস পলিউশনের জন্য আমাদের ইয়াং জেনারেশন অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে। তাদের ওখান থেকে ফিরে আনার আমাদের যে বড় প্রচেষ্টা, তারই অংশ আজকের এই আয়োজন। এই আয়োজনের মাধ্যমে আমরা উন্নত বাংলাদেশ গড়ার জন্য যে উন্নত জাতি প্রয়োজন, তা গড়ার একটি পদক্ষেপ।

মাদক ও অনলাইন জুয়া নিয়ে তিনি বলেন, মেহেরপুরে মাদক রোধে যা যা করণীয়, তা জেলা প্রশাসন ও সদর উপজেলা প্রশাসনসহ আমাদের অন্যান্য দপ্তরগুলোকে সঙ্গে নিয়ে আমরা সমন্বিতভাবে কাজ শুরু করব এবং ইতিমধ্যেই কিছু কাজ শুরু করেছি। অনলাইন জুয়ার মতো এত বড় একটি ছোবলে অনেকেই বিপদগ্রস্ত হয়ে গেছে। অনেকেই ঘরবাড়ি হারিয়ে ফেলেছে। যারা এর পেছনে আছে, তাদের আমরা খুঁজে বের করে আইনের আওতায় নিয়ে আসব।

প্রতিযোগিতার সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) খাইরুল ইসলাম।

সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন, মাদকের অন্ধকার গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো খেলাধুলা। আজকের যুবক যদি স্মার্টফোনের গেমে ডুবে থাকে, তাহলে তার শরীর-মন দুটোই নষ্ট হবে। আমি চাই, মোবাইলের স্ক্রিন নয় খেলার মাঠই হোক তোমাদের আড্ডাখানা। মাদক নয়, ঘাম ঝরানোই হোক তোমাদের নেশা। ভবিষ্যৎ

প্রজন্মকে মাদকাসক্ত হতে না দিতে আজকের যুবকদেরই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা শরীরকে সুস্থ রাখে, মনকে প্রফুল্ল রাখে এবং চরিত্র গঠনে সহায়তা করে।

কুচকাওয়াজ, জাতীয় সংগীত, রঙিন বেলুন ও ট্রফি উন্মোচনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে এ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়।

এসময় জেলা ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বারগণ, শিক্ষক, সাংবাদিক এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিযোগিতায় সদর উপজেলার ৭টি ইউনিয়ন ও মেহেরপুর পৌরসভার ১টি মোট ৮টি দল ভলিবল ও কাবাডি দুটি ইভেন্টে অংশগ্রহণ করছে।

উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে গণমাধ্যমের ভুমিকা গুরত্বপূর্ণ

মেহেরপুরের নবাগত জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির জেলার সাংবাদিকদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় বলেন, উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে গণমাধ্যম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

যতদিন এই জেলার জনগণ মনে করবে এই জেলা প্রশাসক জেলার মানুষের উন্নয়নের জন্য, তাদের জীবনযাত্রার মান, তাদের নিরাপত্তা ও একটি সুন্দর জীবন উপহার দেওয়ার কাজ করবে ততদিন পর্যন্ত আমরা কাজ করবো। জেলার মানুষ যদি মনে করে আমরা সেটি করতে ব্যর্থ হচ্ছি, সেক্ষেত্রে অবশ্যই সরকার ব্যবস্থা নেবে।

সকল কাজের নিয়ম-কানুন অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এনসিওর করতে হবে।

জেলা প্রশাসক বলেন, মেহেরপুরের সবচেয়ে বড় সমস্যা যেগুলি, শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে। ডেফিনেটলি এটা খুবই আশঙ্কার বিষয়। আমরা এই বিষয়ে স্পেশালি কাজ শুরু করব ইনশাল্লাহ। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে ভিজিট আমরা করি সেটা বাড়িয়ে দেব এবং শিক্ষা

প্রশাসনের সঙ্গে যারা জড়িত রয়েছেন তাদের সঙ্গে আমরা বসে স্পেশাল কোন উদ্যোগ নেওয়া যায় কিনা সেটা আমরা দেখব। তবে এক্ষেত্রে আপনারা সমস্যা দেখিয়েছেন, সেই সঙ্গে সমাধানের যে সঠিক পথ, সেটা বের করতে আমরা আপনাদের হেল্প চাইবো।

আমি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাকে উৎসাহিত একটি দিক মনে করি। এখানে অনেকেই অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সঙ্গে রয়েছেন। আপনারা এটা চালিয়ে যাবেন। আমার যদি কোন কাজে আপনারা মনে করেন ভুল-ভ্রান্তি হচ্ছে, আপনারা নিউজ ছাপিয়ে দেবেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে সভাপতির বক্তব্যে এসকল কথা বলেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, ২৪ এর যে গণঅভ্যুত্থান, তার অন্যতম কারণ সাংবাদিকদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি। সাংবাদিকতা খোশামতির পেশা না এখানে ভালো-মন্দ দুইটাই আসবে। ভালো যদি করে থাকি ছাপাবেন, আর খারাপ যদি করে থাকি অবশ্যই ছাপাবেন। ভালোটা না ছাপালেও অসুবিধা নেই। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের স্পিরিটটা ধারণ করেই আমাদের কাজগুলো মার্চিহ্ন করব।

সারের ক্রাইসিসটা এটা ম্যানমেড কোনো ক্রিয়েশন কিনা সেটাও দেখার বিষয়। আমাদের সারের সরবরাহ আছে, কিন্তু আমাদের কৃষি উপদেষ্টা যেটা বলেছেন কিছু মানুষের যোগসাজশ থাকতে পারে। আমরা এগুলো ইনভেস্টিগেশন করব, এই বিষয়টা যাতে সমাধান করা যায় সেটা আমরা চেষ্টা করব।

জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুনের সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক পার্থ প্রতিম শীল ও সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ খায়রুল ইসলাম।

এসময় বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোযাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, তুহিন আরন্য, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, আমাদের সূযোদয়ের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহবুবুল হক পোলেন, সংবাদ প্রতিনিধি রফিকুল আলম, ইত্তেফাক প্রতিনিধি আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, চ্যানেল ২৪ এর জেলা প্রতিনিধি রাশেদুজ্জামান, বাসস প্রতিনিধি দিলরুবা খাতুন, দেশ

টিভির জেলা প্রতিনিধি আক্তারুজ্জামান ও এখন টিভির জেলা প্রতিনিধি মোজাহিদ মুন্না, সাংবাদিক মেহের আমজাদ, শামিম হোসেন, মনিরুল ইসলাম প্রমুখ।

মতবিনিময় সভায় গণমাধ্যম কর্মীরা অবাধ তথ্য প্রবাহ সৃষ্টি, জেলার অনলাইন জুয়া, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও সড়কে বিশৃংখলাসহ নানা সমস্যার চিত্র তুলে ধরেন।

ঝিনাইদহে নবাগত জেলা প্রশাসকের সাথে সাংবাদিকদের মতবিনিময়

ঝিনাইদহে নবাগত জেলা প্রশাসকের সাথে বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (১৯ নভেম্বর) সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাইফুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সেলিম রেজা পিএএ, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক রথীন্দ্রনাথ রায়।

জেলা তথ্য অফিসার আব্দুর রউফ এর পরিচালনায় মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ জেলা ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি আসিফ কাজল, রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি এম এ কবীর, জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি মিজানুর রহমান, সিনিয়র সাংবাদিক আলাউদ্দিন আজাদ, মাহমুদ হাসান টিপু প্রমুখ।

সভায় জেলা প্রশাসক জেলার উন্নয়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, সেবামুখী প্রশাসন এবং একটি গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণ মূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে সাংবাদিকদের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বলেন, “গণমাধ্যম সমাজের দর্পণ। প্রশাসনের উন্নয়ন কার্যক্রমে গণমাধ্যমের সঠিক তথ্য তুলে ধরা এবং গঠনমূলক সমালোচনা আমাদের কাজকে আরও গতিময় করবে।”

এ সময় সাংবাদিকরা জেলার বিভিন্ন সমস্যা, চ্যালেঞ্জ ও অগ্রাধিকারমূলক উন্নয়ন ইস্যু তুলে ধরার পাশাপাশি প্রশাসনের সাথে গণমাধ্যমের সমন্বয়ের গুরুত্ব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ।

মতবিনিময় শেষে উভয়পক্ষই জেলার সার্বিক উন্নয়ন, জনসেবায় গতিশীলতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ভবিষ্যতে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

মেহেরপুরের নতুন জেলা প্রশাসক লুৎফুন নাহার

মেহেরপুরের নতুন জেলা প্রশাসক হিসেবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব মিস লুৎফুন নাহারকে পদায়ন করা হয়েছে। মেহেরপুরের বর্তমান জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আব্দুল ছালামকে নড়াইল জেলা প্রশাসক হিসেবে বদলি করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে উপসচিব আমিনুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানিয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

মাত্র আড়াই মাসের ব্যবধানে মেহেরপুরের জেলা প্রশাসককে বদলি করা হলো। গত ২৫ আগষ্ট ড. মোহাম্মদ আব্দুল ছালামকে মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক হিসেবে পদায়ন করে সরকার।

মেহেরপুরে ব্র্যাকের কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন জেলা প্রশাসক

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।

রবিবার (৯ নভেম্বর) সকালে তিনি ব্র্যাক সিড ফার্ম, চাঁদবিল, আমঝুপিতে যান। সেখানে তিনি ব্র্যাকের বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়া সরেজমিনে পরিদর্শন করেন, শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন এবং ফার্ম ব্যবস্থাপকের কাছ থেকে বীজের গুণগত মান, সংরক্ষণ ও বিপণন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান।

এরপর জেলা প্রশাসক ব্র্যাক সদর এরিয়া অফিস পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি ব্র্যাকের যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির স্বাস্থ্যসেবিকাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং যক্ষ্মা থেকে আরোগ্য লাভ করা কয়েকজন রোগীর খোঁজখবর নেন।

উল্লেখ্য, ব্র্যাক বাংলাদেশে যক্ষ্মা (টিবি) নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সংস্থাটি যক্ষ্মা রোগীদের শনাক্তকরণ, চিকিৎসা এবং প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। এর মধ্যে রয়েছে কমিউনিটি ভিত্তিক যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, যেখানে মাঠকর্মীরা রোগীদের শনাক্ত করে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করে। এছাড়াও ব্র্যাক বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ ও রোগীদের চিকিৎসার ফলোআপ নিশ্চিত করে থাকে।

এ সময় জেলা প্রশাসক ব্র্যাকের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি, কৃত্রিম প্রজননসহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পর্কেও ধারণা নেন।

পরিদর্শনকালে জেলা প্রশাসকের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল কবীর।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাক ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর শেখ মনিরুল হুদা, আরএম (এমএফ দাবি) জি. এম. নাজমুল হুসাইন, এআরএম (এমএফ প্রগতি) মোঃ রবিউল ইসলাম, এএম (এমএফ দাবি) নুরুন্নাহার পান্না, ইউএএম সমীর কুমার বিশ্বাস, এএম (এমএফ প্রগতি) মোঃ আইয়ুব আলী, ডিএম (টিবি কন্ট্রোল প্রোগ্রাম) অচিন্ত কুমার বোস এবং ব্র্যাক সিড ফার্ম ম্যানেজার মোঃ আজাদ আলীসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

গাংনীতে নরমাল ডেলিভারিতে জন্ম নেওয়া নবজাতক পেল উপহার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহাবাটি গ্রামের তরিকুল ইসলাম ও শারমিন আক্তার দম্পতির তৃতীয় ছেলে সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছে নরমাল ডেলিভারিতে।

তাদেরকে শুভেচ্ছা উপহার দিতে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এসেছিলেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।

শনিবার (০১ই নভেম্বর) বেলা সাড়ে বারোটার দিকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নরমাল ডেলিভারিতে সন্তান জন্ম নেয়া ওই দম্পতির হাতে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম নবজাতকের জন্ম নিবন্ধন কার্ড ও শুভেচ্ছা উপহার তুলে দেন। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মকর্তা আব্দুল আজিজ সহ অনেকেই।
গতকাল শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) রাতে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে তরিকুল ইসলাম ও শারমিন আক্তার দম্পতির এই ছেলে সন্তানটি জন্ম নেয়। নবজাতকের নাম রাখা হয়েছে শামিম আহমেদ। জেলা প্রশাসকের উপহার পেয়ে নবজাতকের পিতা-মাতা আনন্দিত। তারা বলেন, ইতিপূর্বেও তাদের দুটি ছেলে সন্তান রয়েছে তারাও নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে জন্ম নিয়েছিল।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক শুভেচ্ছা উপহার বিতরণ শেষে বলেন, আমাদের মায়েদের যে ন্যাচারাল উপায়ে সন্তান প্রসবের অর্থাৎ নরমাল ডেলিভারি যেটিকে বলা হয় সেটিতে আমরা সকলকে উৎসাহিত করার জন্য যেখানে নরমাল ডেলিভারিতে বাচ্চা হবে সেখানে আমরা উপহার নিয়ে যাব। আমি দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে এই উদ্যোগটি নিয়েছি। উপহারের সাথে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটি থাকছে সেটি হচ্ছে ওই বাচ্চার জন্ম নিবন্ধন এর কার্ডটি তাৎক্ষণিক উপহারের সাথে তুলে দেওয়া হচ্ছে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কাছে কৃষক দলের স্মারকলিপি

মেহেরপুর জেলায় রাসায়নিক সার সংকটের কারণে হাজার হাজার ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকের ফসল উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সার সরবরাহের জন্য জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে জেলা কৃষকদলের নেতারা।

গতকাল বৃহস্পতিবার মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ডক্টর আব্দুল সালামের নিকট মেহেরপুর জেলা কৃষক দলের আহবায়ক মাহবুবুর রহমান সহ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত হয়ে এই স্মারকলির প্রদান করেন।

মেহেরপুর জেলা কৃষকদলের পক্ষ থেকে জমা দেওয়া স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়, মেহেরপুর জেলা কৃষি প্রধান, এই জেলার অধিকাংশ মানুষ তাদের জীবন জীবিকা কৃষির উপর নির্ভরশীল, শুধু তাই নয় এই জেলা বাংলাদেশের অন্যান্য জেলাকে তাদের উৎপাদিত কৃষি পণ্য বিশেষ করে সবজি সরবরাহের মাধ্যমে কৃষিবাজার নিয়ন্ত্রন করে। বেশ কিছু দিন ধরে মেহেরপুরের বিভিন্ন জয়গায় সার সংকটের কারনে হাজার হাজার হেক্টর জমি চাষাবাদে কৃষকদের ভীষণ সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। চলমান মৌসুমে জেলার বিভিন্ন জায়গায় সারের সংকট হচ্ছে বিশেষ করে ইউরিয়া, টি এস পি, ডেপ, পটাশ, সার সরবরাহের অপ্রতুলতা কৃষকদের দিশেহারা করে তুলেছে যদিও কিছু জায়গায় পওয়া যাচ্ছে তা নির্ধরিত মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি দামে কিন্তে হচ্ছে। যদি এই সার সংকট ও মূল্য বৃদ্ধি অব্যাহত থকে তাহলে এই অঞ্চলে খাদ্য উৎপাদন ঘাটতি ও হুমকিতে পড়বে।

স্মারকলিপির কপিতে আরও বেশি কিছু বিষয়ে উল্লেখ করা হয়, ১.সার সংকটের মূল সমস্যা সমূহ চিহ্নিত করা। ২. মেহেরপুর জেলা কৃষি জমি ও মৎস্য চাষের জন্য প্রয়োজনিয় সারের লক্ষমাত্রা নির্ধারন। ৩. সার ডিলারদের নিয়ন্ত্রণ করা ও প্রয়োজনে অতিরিক্ত সার সরবরাহ করা। ৪. বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তির সহোযোগিতা নেয়া।

মুজিবনগরের বল্লভপুর হাসপাতাল ও পূজা মন্ডপ পরিদর্শনে জেলা প্রশাসক

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর হাসপাতাল ও বল্লভপুর পূজা মন্ডপ পরিদর্শন করেছেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক। গতকাল শনিবার বিকেল ৪টাই মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামের বল্লভপুর হাসপাতাল এবং বল্লভপুর পূজা মন্ডপ পরিদর্শন করেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ডঃ মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।

তিনি বল্লভপুর হাসপাতাল পরিদর্শনের সময় হাসপাতালের বৃদ্ধাশ্রমে থাকা বৃদ্ধদের সার্বিক খোঁজখবর নেন এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং পরামর্শ দেন।

হাসপাতাল পরিদর্শন শেষে বল্লভপুর দাসপাড়া মন্দিরে যান এবং আগামী শারদীয় দুর্গাপূজার প্রস্তুতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন, জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সার্বিক মোঃ তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব, শিক্ষা ও আইসিটি এবং বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট) তাজওয়ার আকরাম সাকাফি ইবনে সাজ্জাদ ও মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল।

তিন মাসের মধ্যে মেহেরপুরে সাক্ষরতার হার শতভাগ নিশ্চিত করা হবে

মেহেরপুরের নবাগত জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালামের সঙ্গে জেলার কর্মরত প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত সভা গতকাল বুধবার দুপুর সাড়ে ৩টায়

জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন, জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।

সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন, মেহেরপুর যেমন আপনাদের, তেমন আমারও। শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি এবং অনলাইন জুয়ার বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

সাংবাদিকরা অনলাইন জুয়া, কৃষিক্ষেত্রে দুর্নীতি, শহরের ভেতর ট্রাক চলাচল, বাল্যবিবাহ, তথ্য প্রাপ্তিতে অসুবিধা, সরকারি হাসপাতাল ও সিভিল সার্জন অফিসের দুর্নীতি, ক্লিনিক ও ল্যাবের স্বেচ্ছাচারিতা, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মানের অবনতি এবং সার নিয়ে অনিয়মের বিষয়ে জেলা প্রশাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

তিনি আরো বলেন, তিনি বলেন, আমি জানি না কতদিন এখানে থাকব, কিন্তু আমি চাই মেহেরপুরের উন্নয়নে সবাই মিলে একসাথে কাজ করতে।

জেলা প্রশাসক জানান, শিক্ষার হার বাড়াতে আগামী তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে মেহেরপুরের শতভাগ মানুষকে অন্তত স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। সরকারি হাসপাতালের অনিয়ম রোধে পদক্ষেপ নেওয়া হবে, শহরে দিনের বেলায় ট্রাক চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে, কৃষিক্ষেত্রে সার অতিরিক্ত দামে বিক্রি বন্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হবে এবং ডিসি ইকোপার্ক, শিল্পকলা একাডেমি ও ক্রীড়া সংস্থার উন্নয়নে কার্যক্রম শুরু হবে।

সভায় আরো বক্তব্য রাখেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো. তরিকুল ইসলাম, তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, জেলা তথ্য কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন, মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আজম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, বাংলাভিশনের স্টাফ রিপোর্টার তুহিন অরন্য, কালের কণ্ঠের জেলা প্রতিনিধি ও মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, সাধারণ সম্পাদক মাজেদুল হক মানিক, সাবেক সাধারণ সম্পাদক রফিকুল আলম, বাংলাদেশ প্রতিদিন প্রতিনিধি মাহবুবুল হক পোলেন, দৈনিক কাল বেলার জেলা প্রতিনিধি রাফি, চ্যানেল ২৪ এর জেলা প্রতিনিধি রাশেদুজ্জামান, সময় টিভির জেলা প্রতিনিধি বেন ইয়ামিন মুক্ত, এখন টিভির জেলা প্রতিনিধি মুজাহিদ, বাসস জেলা প্রতিনিধি দিলরুবা প্রমুখ।

সভায় জেলার বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।